1.3.3. সামাজিক গোষ্ঠী (Social Groups)

সামাজিক গোষ্ঠীর অর্থ (Meaning of Social Groups)

কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। এ প্রসঙ্গে **গিসবার্ট** বলেন, সামাজিক গোষ্ঠী হল জনসমষ্টি, যাঁরা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর কার্য করে। যেমন পরিবার, ক্লাব বা কোনো রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। **ম্যাকাইভার ও পেজ**-এর মতে, 'গোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি কোনো সামাজিক ব্যক্তির সমষ্টি, যারা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।'

অবশ্য কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্রকেই গোষ্ঠী বলা যায় না। সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে এই জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোনো দ্রব্যের সমষ্টির তফাৎ নেই, কারণ গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই।

সামাজিক গোষ্ঠীর কোনো প্রকার অস্তিত্ব থাকে না যদি না ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব তখনি হয় যখন সামগ্রীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং কোনো একটা স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোনো

Scanned with CamScanner

সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পরস্পরের উপর কার্য করে। মানসিক, সামাজিক, ঐক্য এবং যান্ত্রিক সমষ্টি থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হলো সামাজিক গোষ্ঠী।

সামাজিক গোষ্ঠী এবং সমাজ এক নয়, কারণ যে-কোনো সামাজিক গোষ্ঠীই সমাজ নয়। এছাড়া সামাজিক গোষ্ঠী অপেক্ষা সমাজ অনেক কম স্থায়ী। আবার আপাত গোষ্ঠীকে সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে এক করে ফেললে ভুল হবে। আপাত গোষ্ঠীর কোনো স্বীকৃত সংগঠন নেই, কিন্তু সামাজিক গোষ্ঠীর একটি স্বীকৃত সংগঠন আছে। এটা স্বীকার করতেই হয় যে, আপাত গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। অবশ্য এইসব গোষ্ঠী যদি সংগঠনের মাধ্যমে নিজেকে সংগঠিত করে তবে আপাত গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

A. সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Social Groups)

সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ***T B Bottomore*** বলেন, "A Social Group may be defined as an aggregate of individuals in which defined relations exist between the individuals comprising it and each individual is conscious of the group itself and its symbol."

সামাজিক গোষ্ঠী বলতে এক বিশেষ ব্যক্তি-সমষ্টিকে বোঝায়। **বটোমোর**-এর মতে, সামাজিক গোষ্ঠী হল একটা সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এক মানব গোষ্ঠী। এই মানব গোষ্ঠীর একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। পরিবার, গ্রাম, জাতি, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত।

জিসবার্ট গোষ্ঠীর একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল থাকে। A social Group is collection of individuals inter-acting on each other under a recognizable structure—***Gisbert.*** সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি রাজনৈতিক দল, খেলাধুলার ক্লাব প্রভৃতির কথা বলেছেন।

ম্যাকাইভার ও পেজ গোষ্ঠী পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। অধ্যাপকদ্বয়ের মতে, পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যেকোনো মানব সমষ্টিকেই গোষ্ঠী বলা যায়—by group we mean any collection of human beings who are brought into social ralationships with one another—***MacIver*** and ***Page***-1.

তাঁরা মনে করেন, গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে (Involves reciprocity between its members)। এরকম ব্যাপক অর্থে সম্প্রদায়, সামাজিক শ্রেণি, জাতি, উপজাতি প্রভৃতিকেও গোষ্ঠী বলা যায়।

আসলে সামাজিক গোষ্ঠী হল এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তি-সমষ্টি। এই সমষ্টি একটি স্বীকৃত সংগঠন। সদস্যদের চেতনার মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীর একটা মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে। একে গোষ্ঠী চেতনা বলা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

B. সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি (Nature of Social Groups)

সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতিগুলি নিম্নরূপ—

1. **অবিচ্ছিন্নতা:** সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ করা যায়। সার্বিকভাবে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, ওই গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তার অবিচ্ছিন্নতাবাদী প্রকৃতিকেই নির্দেশ করে।
2. **পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উপস্থিতি:** সামাজিক গোষ্ঠীতে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এই মিথস্ক্রিয়া দুই প্রকারের হয়ে থাকে—সম্পর্ক ভিত্তিক ও কার্যভিত্তিক মিথস্ক্রিয়া।
3. **নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে ওই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানী ***J McGrath*** সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত উদ্দেশ্যগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—উৎপাদনীমূলক উদ্দেশ্য, নির্বাচনীমূলক উদ্দেশ্য, মত বিনিময়মূলক উদ্দেশ্য এবং কার্য সম্পাদনীমূলক উদ্দেশ্য।
4. **নির্ভরশীলতা :** সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে নিবিড় নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দেখা যায়। এই নির্ভরশীলতা ব্যক্তিদের চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে একমুখী বা বহুমুখী হয়ে থাকে।

C. সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Social Groups)

গোষ্ঠী সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতার ভিত্তিতে মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক কুলি (***C H Cooley***) দু-প্রকার সামাজিক গোষ্ঠীর কথা বলেন—

- প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)
- অন্যান্য গোষ্ঠী (Others Groups)

পরবর্তীকালে **ম্যাকাইভার** এবং **পেজ** প্রমুখ সমাজবিদ অন্যান্য গোষ্ঠীকে গৌণ গোষ্ঠী রূপে অভিহিত করেন। গোষ্ঠীর অন্তর্গত সদস্যদের সম্পর্কের ভিত্তিতে গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগটি হল—1. প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group) ও 2. গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

1. প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)

অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ব্যক্তির এক অন্তরঙ্গ সংগঠন। প্রাথমিক গোষ্ঠীকে মুখ্য গোষ্ঠীও বলা হয়। মুখ্য গোষ্ঠী বা প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত পরিচয়ভিত্তিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের মুখোমুখি গোষ্ঠীও (face to face) বলা হয়। তাই এই সম্পর্ক নিবিড় ও গভীর।

কুলি বলেন—"প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হল মুখোমুখি পরিচয়ের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সহযোগিতা।"

Scanned with CamScanner

গোষ্ঠীতে দেওয়া-নেওয়ার (give and take) সম্পর্ক থাকে। তাই গভীর অনুভূতি বা একাত্মতা গড়ে ওঠে। **ম্যাকাইভারের** মতে—"There is a level on which every group must dwell, and the person who is too far above or below it, disturbs the process of group participation."

2. গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সমাজের কলেবর ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বৃহত্তর কতকগুলি গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুভব করে এবং গড়ে তোলে নানান বৃহত্তর গোষ্ঠী। আকারে বড়ো এবং বিশেষ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট। এই গোষ্ঠীতে সদস্যদের মধ্যে সান্নিধ্য ও সাহচর্য থাকে না। এ জাতীয় গোষ্ঠীকে গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group) নামে অভিহিত করা হয়। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যগণ অপ্রত্যক্ষভাবে নানা দূরতর সম্বন্ধে যুক্ত থাকে।

জিসবার্ট বলেন—"The members are no longer Hari and Shankar, but our representative in Cairo, as the big firm would say, or No. 8025 as we find in the army or in large Universities." অর্থাৎ গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের 'হরি' অথবা 'শংকর' নামে কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে না। তাদের পরিচয় কোনো বৃহৎ সংস্থার 'কায়রোতে প্রেরিত প্রতিনিধি' রূপে, অথবা কোনো সেনাদল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের 8052—এমন ক্রমিক সংখ্যা রূপে।

গোষ্ঠীর কলেবর যত বড়ো হবে, সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তত শিথিল হবে। সহজ কথায়, সভ্যগণের মধ্যে সম্পর্ক যখন পরোক্ষ বা গৌণ হয়, তখন তাকে গৌণ গোষ্ঠী বলা হয়। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এখানে সদস্যদের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক ও ক্ষণস্থায়ী। যেমন রাজনৈতিক দল, বণিক সংঘ, নাট্যশালা বৈষয়িক প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তি লাভের জন্য ব্যাবসায়িক গোষ্ঠী, শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। হৃদয়ের প্রেম ভালোবাসা এই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য নয়।

MacIver ও ***Page***-এর মতে, গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা ব্যক্তিগত নয়, শ্রেণিগতভাবে বিভক্ত। যথা—ক্রেতা ও বিক্রেতা, ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতা, কর্মচারী ও নাগরিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে গৌণ গোষ্ঠীর ধারণা স্পষ্ট হবে। কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গৌণ বিষয়। অধ্যাপকরা ছাত্রদের ব্যক্তিগতভাবে চেনেনও না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চেনাটা ক্রমিক সংখ্যাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সকল ছাত্রের নামধাম অধ্যাপকদের জানা সম্ভব নয়। আবার ছাত্রদের দিক থেকেও অধ্যাপকদের সম্পর্কে পরিচিতি নামের সংক্ষিপ্তরূপ দু-তিনটি অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধ্যাপকদের পুরো নামটাও সকল ছাত্রদের জানা থাকে না। অর্থাৎ অধ্যাপক ছাত্র পরস্পরের নিকট পরিচিত নয়।

Scanned with CamScanner

গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary Group)

- **গৌণ গোষ্ঠীর আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার (Relatively, large in size):** এইসব গোষ্ঠীর সভ্য সংখ্যা বেশি, ব্যাপ্তিও বেশি। আয়তন অপেক্ষাকৃত বড়ো। কোনো একটি গৌণ গোষ্ঠীর পরিধি বিশ্বজুড়েও হতে পারে। যেমন—রেড ক্রস সোসাইটি। এরূপ গোষ্ঠী আকৃতিতে বড়ো, কিন্তু প্রকৃতিতে কৃত্রিম।
- **গৌণ গোষ্ঠীর সভ্যপদ ঐচ্ছিক (Membership is voluntary):** অধিকাংশ গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক। Red Cross Society-র সভ্যপদ গ্রহণ করার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না।
- **পদমর্যাদাভিত্তিক সভ্যপদ (Categoric membership):** গৌণ গোষ্ঠীর সভ্যদের মর্যাদা তাদের ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। কোনো কলেজ ছাত্র সংসদের সম্পাদকের মর্যাদা নির্ভর করে সংসদে তাঁর ভূমিকার উপর। জন্মগত বা ব্যক্তিগত গুণাবলি এখানে গৌণ বিষয়।
- **বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ভর (Specific objectives):** বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিটি গৌণ গোষ্ঠী গঠিত হয়। সভ্যদের মধ্যে উদ্দেশ্যই মুখ্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক গৌণ। সভ্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। আসল উদ্দেশ্য হল সাংগঠনিক কর্ম সম্পাদন।
- **বিপুল সদস্য সংখ্যা (Large number of members):** গৌণ গোষ্ঠীর সভ্যরা সবাই সমানভাবে সক্রিয় হয় না। গোষ্ঠীর প্রচুর সভ্যদের মধ্যে কোনো কোনো সদস্য অতি সক্রিয় আবার অনেকে নিষ্ক্রিয় থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো একটি রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় কিছু সদস্যই দলীয় কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। দলের অধিকাংশ সমর্থক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না।
- **মুখোমুখি সম্পর্ক থাকে না (No face-to-face relation):** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি বড়ো একটা পরিচয় থাকে না। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটির সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বর্তমান।
- **গোষ্ঠী সভ্যদের সম্পর্ক পরোক্ষ ও বাহ্যিক (Relationship is indirect & external):** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিক নয়, বাহ্যিক এবং পরোক্ষ। তা ছাড়া এই সম্পর্ক শ্রেণি ও পদমর্যাদাভিত্তিক (Categoric)। এই গোষ্ঠীতে সম্পর্কের ব্যাপ্তি নেই। সমষ্টিগত চেতনার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাজন নীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

বিদ্যাভূষণ ও সচদেভ (Vidyabhusan & Sachdeva) বলেন—"Due to absence of intimate relations some members of the group become inactive while some others are quite active."

সবশেষে বলা যায়, যেহেতু বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গৌণ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তাই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হলে গোষ্ঠীর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে

Scanned with CamScanner

কলেজের মতো গৌণ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীরা এখানে আসে, পাস করার পর কলেজ ছেড়ে চলে যায়। এরপর কলেজের সঙ্গে গোষ্ঠীগত সম্পর্ক আর থাকে না বললেই চলে। এর প্রধান কারণ হল গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোনো আত্মিক বন্ধন থাকে না।

প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর সম্পর্ক (Relation Between Primary & Secondary Group)

প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট হলেও মানবজীবনে দু-ধরনের গোষ্ঠীরই অস্তিত্ব অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি গোষ্ঠী জীবনের মধ্যেই কিছুটা প্রাথমিক ও কিছুটা গৌণ গোষ্ঠীর প্রভাব দেখা যায়। উভয় গোষ্ঠীর মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির ও সামাজিক সংগঠনে প্রত্যক্ষ করা যায়। অনেকের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষের গোষ্ঠীগুলিকে পুরোপুরি প্রাথমিক বা পুরোপুরি গৌণ এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় না। তাঁরা মনে করেন, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্কের প্রকৃতি অনুসারে গোষ্ঠীর শ্রেণিকরণ করা প্রয়োজন। যেমন—

মধ্যবর্তী বা অন্তর্বর্তী (Intermediate Group)

সামাজিক গোষ্ঠীর সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ***Gisbert*** মুখ্য ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকলেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। যেমন—ক্রেতা-বিক্রেতা, পুলিশ ও নাগরিক এদের মধ্যে কোনো হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকে না।

অধ্যাপক **সুমনার** ***(W G Sumner)*** সামাজিক গোষ্ঠীসমূহকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন—1. অন্তর্গোষ্ঠী (In-group) ও 2. বহির্গোষ্ঠী (Out-group)।

1. অন্তর্গোষ্ঠী (In-group)

অন্তর্গোষ্ঠী বলতে কোনো প্রাথমিক বা গৌণগোষ্ঠীকে বোঝায়, আমরা যার সদস্য এবং যে গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের আনুগত্য সহানুভূতি, সহযোগিতা অত্যন্ত প্রবল। কোনো গোষ্ঠীর সদস্য হলেই সেই গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট সদস্যেরা গভীর মমত্ববোধে সংযুক্ত থাকে এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে অতি নিবিড় আন্তরিক সম্পর্কে বোধযুক্ত হয়। অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একটা গভীর 'আমরা বোধ' গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা ও সংহতি অত্যন্ত প্রবল। ***MacIver*** and ***Page***-এর মতে—"The Groups with which the individual identifices himself are his in-groups, his family or tribe or sex or college or occupation or religion, by virtue of his awarenes of likeness or consciousness of kind." উদাহরণস্বরূপ নিজের পরিবার, পাড়া, ক্লাব, কলেজ ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে।

অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গভীর ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি অপরিহার্য। এই প্রসঙ্গে **সুমনার** বলেন—অন্তর্গোষ্ঠীর মধ্যে একটা জাতিগত উন্নাসিকতা (ethno-centricism) বিদ্যমান থাকে। এই মানসিকতা অন্তর্গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

Scanned with CamScanner

অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যরা মনে করেন যে, তাদের জীবনধারা মূল্যবোধ, মনোভাব ইত্যাদি অন্যান্য গোষ্ঠীদের থেকে উন্নত।

2. বহির্গোষ্ঠী (Out group)

অন্তর্গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতেই বহির্গোষ্ঠী নির্ধারিত হয়। 'আমরা' বোধ জাগ্রত না হলে 'ওরা' বোধ জাগ্রত হতে পারে না। অন্তর্গোষ্ঠী নির্ধারিত হলেই তার সঙ্গে তুলনা করে বহির্গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যেমন—'আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী—'ওরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী'

অন্তর্গোষ্ঠীর মনোভাব হল সাহচর্য ও সমবেদনার মনোভাব, আর বহির্গোষ্ঠীর মনোভাব হল ভিন্নতর। আবার কখনো বিরোধিতার মনোভাব দেখা যায়। 'আমরা সাদা', 'ওরা কালো'—এখানে ওদের বা বহির্গোষ্ঠীর সম্পর্কিত মনোভাবটি হল বিরোধিতা ও বিদ্বেষমূলক। অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যদের নিজেদের সম্পর্কে উন্নত ধারণা এবং 'অন্যান্যদের' সবকিছুকে অবজ্ঞা ও হেয় জ্ঞান করার প্রবণতা সর্বজনীন ম্যাকাইভার ও পেজের কথায়—"Out-group attitudes are always markel by a sense of indifference and frequently, though not always, by some degree of antagonism."

একজন মানুষ একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন। তাই সভ্যপদ অধিক্রমণমূলক (overlapping) হতে পারে। একটি পরিবারের স্বামী স্ত্রী একটি অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারেন। অপরপক্ষে দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সূত্রে তারা ভিন্ন বহির্গোষ্ঠীর সভ্য হয়ে থাকেন। সমাজ ব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির ফলে এই সব গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজকের আধুনিকীকরণ ও বিশ্বায়নের দিনে অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠীর প্রভাব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতীয় উপনিষদে সমগ্র বিশ্বকে একটি নীড় বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের আন্তর্জাতিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই আমাদের দর্শনে 'আমরা', 'তারা' বিভাজন স্থান পায়নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী তো বিশ্বমিলন কেন্দ্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত। আবার বর্তমান বিশ্বও জাতিভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক, 'আমরা—তারা' অনুভূতিকে কোনোরকম গুরুত্বই দেয় না।

তবে অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভাজন, অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শ্রেণিবিভাজন বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যে 'আমরা', 'ওরা' তথা অন্তর্গোষ্ঠী বহির্গোষ্ঠীর সৃষ্টি করছে। তাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সহনশীলতা, গণতন্ত্র, সাম্য প্রভৃতি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বমূলক প্রভাবের নিরসন করতে চাইছে।

উল্লম্ব ও সমতল গোষ্ঠী (Vertical and Horizontal Group)

গোষ্ঠী সভ্যদের পদমর্যাদার সমতা বা বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে দু-ভাগ ভাগে করা যায়।

1. উল্লম্ব গোষ্ঠী (Vertical Group)

এই গোষ্ঠীতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পদমর্যাদার সদস্য থাকে। উল্লম্ব গোষ্ঠীতে সভ্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিভাজনের নীতি বা শ্রেণিবিভাগ দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

এরূপ গোষ্ঠীকে বিন্যস্ত গোষ্ঠী বা 'Patterned group' বলা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এরূপ গোষ্ঠীর দৃষ্টান্ত যথা আচার্য, উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, রেজিস্টার ইত্যাদি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠিত।

2. অনুভূমিক গোষ্ঠী (Horizontal Group)

এই গোষ্ঠীতে সকল সদস্যদের সমতা স্বীকৃত হয়। সমতল বা অনুভূমিক গোষ্ঠীকে অবিন্যস্ত গোষ্ঠীও বলা হয়। এখানে সকল সদস্য সমপর্যায়ের। এখানে শ্রেণি বিন্যাসের কোনো ব্যাপার নেই। তাই সমতল গোষ্ঠীকে অবিন্যস্ত গোষ্ঠী বা Non-patterned group-ও বলা হয়। শ্রেণি (Class) এর উদাহরণ।

দ্বয়ী ও ত্রয়ী গোষ্ঠী (Dyad and Triad Groups)

জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ***Simmel*** সভ্যসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সামাজিক গোষ্ঠীকে দু-ভাগে বিভক্ত করেন।

- **দ্বয়ী গোষ্ঠী (Dyad Group):** দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীকে দ্বয়ী গোষ্ঠী বলা হয়েছে। পরস্পরের প্রতি ভাব ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি বা সম-স্বার্থের ভিত্তিতে দ্বয়ী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। যেমন— স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলে, বন্ধু-যুগল ইত্যাদি। শিক্ষা পরিচালকরা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে Dyed বা দ্বয়ী বলে অভিহিত করেন। দ্বয়ী গোষ্ঠীর দুজনের একজন বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে এই গোষ্ঠী ভেঙে যায়।
- **ত্রয়ী গোষ্ঠী (Triad Groups):** তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গোষ্ঠী 'ত্রয়ী' গোষ্ঠী নামে অভিহিত। এই গোষ্ঠীতে তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বয়ী গোষ্ঠীতে সন্তান যুক্ত হয়ে ত্রয়ী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তৃতীয় ব্যক্তি দুজন ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে তার অবসান ঘটাতে পারে। অবশ্য তৃতীয় ব্যক্তি ত্রয়ী গোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্যেরও সৃষ্টি করতে পারে।

নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Groups)

মানব প্রকৃতি অনুকরণপ্রিয়। অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুকরণ করার প্রবণতা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেখা যায়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে দেখলে অন্যান্যরা সেই পথে উন্নতি লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও রীতিনীতি অনুকরণ ও আত্তীকরণে সচেষ্ট হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণির মান-মর্যাদা অর্জন ও ভোগের উদ্দেশ্যে নিজ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর পরিবর্তে উচ্চতর শ্রেণি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও রীতিনীতি রপ্ত করার চেষ্টা করে। অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা করে এই ধরনের আচরণকে নির্দেশক আচরণ (Reference Behaviour) বলা হয়। আর যে গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, রীতিবিধি ইত্যাদি ব্যক্তি অনুকরণ করে সেই গোষ্ঠীকে ওই ব্যক্তির নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group) বলা হয়।

সমাজবিদ **হেইম্যানই *(Hayman)*** প্রথম নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণা প্রবর্তন করেন। এরপর **টার্নার *(Turner)*, মার্টন *(Merton)*, শেরিফ *(Sheriff)*** প্রমুখ বিষয়টি ব্যাখ্যা

Scanned with CamScanner

করেন। শ্রীনিবাসের সংস্কৃতিকরণ তত্ত্বে নির্দেশক গোষ্ঠীর ব্যাখ্যা আছে। নির্দেশক গোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

- কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আদর্শ মনে করে অনুকরণ করে থাকে।
- নির্দেশক গোষ্ঠীর অনুসরণ করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপরের দিকে উঠতে চায়।
- কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ত্রুটি-বিচ্যুতিমূলক দুর্বলতাজনিত হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তির জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, রীতিনীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করে থাকে।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের তুলনা করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মূল্যবোধ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ও মানবসমাজে প্রাথমিক গোষ্ঠী, গৌণ গোষ্ঠী ও নির্দেশক গোষ্ঠীর ভূমিকা 45-47 নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

A.1. সামাজিক পরিবর্তন (Social Change)

সমাজ পরিবর্তন প্রসঙ্গে টেনিসন-এর বিশ্ববিখ্যাত দুটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—

"The old order changeth, yielding place to new,
And God fulfils himself in many ways."

মানবসমাজ ও প্রকৃতির রাজ্যে পরিবর্তনের যে ধারা প্রবহমান, টেনিসনের এই দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে সেই ভাবধারার ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। মানবসমাজ সতত পরিবর্তনশীল ও গতিশীল একটি সংগঠন। কালের বিবর্তনে সমাজের বহিরঙ্গে এবং অভ্যন্তরে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন (Social change) একটি সামগ্রিক অর্থবহ বিষয়। সমাজ কখনও কোনো ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বগামী হয়, আবার কখনও কোনো ক্ষেত্রে অধোগামী হয়। কখনও নতুনের আবির্ভাব হয়, আবার কখনও পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তা ছাড়া সামাজিক পরিবর্তনের গতি ব্যাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে।

সাধারণত সমাজব্যবস্থায় ও সমাজজীবনে দুটি পথে পরিবর্তন আসতে পারে—সামাজিক বিপ্লব অথবা সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে। বিপ্লবের পথে যে পরিবর্তন আসে তা সমাজ প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন সংঘটিত করে। বিবর্তনের পথে যে পরিবর্তন আসে তার ফলে সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় না। সেগুলি, মন্থর গতিতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সামঞ্জস্য বজায় রেখে সমাজজীবনে পরিবর্তন আনে। যেমন—আমাদের জাতীয় জীবনে হিংস্র মনোভাব ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। সতীদাহ, পাদোদক পান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের প্রথা আজ অতীতের বিষয়। অস্পৃশ্যতা আজ দণ্ডনীয় অপরাধ। স্ত্রী-স্বাধীনতা আজ নীতিগতভাবে স্বীকৃত। হাম, বসন্ত ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হওয়ার পর শীতলাদেবীর প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির দৌলতে চন্দ্র-সূর্য তাদের দেবত্ব হারাছে। কিন্তু অভাব, দারিদ্র্য, অনাহারে মৃত্যু, শোষণ পীড়ন লাঞ্ছনা সমাজজীবন থেকে লুপ্ত হয়নি। চরম উন্নতির পাশাপাশি চরম দুর্গতির

Scanned with CamScanner

সহাবস্থানের মধ্যে সমাজব্যবস্থা ও সমাজজীবন ক্রম পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে আর-একটি কল্যাণকর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। অতীতকে উপেক্ষা করে সমাজ প্রবাহিত হয় না। আবার বর্তমানের চাহিদাগুলিকে অস্বীকার করেও সমাজ অগ্রসর হয় না। তাই শিক্ষার কাজ হল—একাধারে সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করা, অন্যদিকে সমাজের প্রয়োজন সাধনকারী পরিবর্তন এনে তার গতি সঞ্চার করা। এইভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল (As an agent of social change) রূপে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন সাধন করা যায়।

পরিবর্তন শব্দটি বহুমাত্রিক। পরিবর্তন বলতে বোঝায় লক্ষ্য, দক্ষতা, দর্শন, বিশ্বাস এবং আচরণের পরিবর্তন। আবার পরিবর্তন বলতে বোঝায় 'নতুন প্রবর্তন'। নতুন প্রবর্তন হল কোনো নতুন বস্তু, ধারণা বা রীতি যা কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিগ্রহণ (Adoption) করা হয়। বর্তমানে একে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়। ***Marsh*** 'নতুন প্রবর্তনের' সংজ্ঞা দিয়েছেন—"Innovation is the planned application of ends and means, new or different from those which exist currently in the classroom, school or system, and intended to improve effectiveness for the stakeholders."

A.1.1. সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ (Meaning of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় মানবসমাজের পরিকাঠামো এবং কার্যাবলিতে পরিবর্তন। মানবজীবন যেন অবিরাম ধারা—নদীর মতো নিয়ত প্রবহমান। একজন ব্যক্তির জীবন এগিয়ে চলে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, আদর্শ, মূল্যবোধ ও সামাজিক কাঠামো ইত্যাদির অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। 'চরৈবেতি' মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কিছু পরিবর্তিত ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় যেগুলি সামগ্রিকভাবে সমাজের রূপ ও পরিকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আনে। এই পরিবর্তন পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

Social change is a term used to describe variations in or modification of any aspects of social process, social interactions and social organizations—***Sir Jones.***

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, সমাজ হল জীবনপ্রবাহের একটি কালক্রম। সমাজের ধারণা গতিশীল, স্থিতিশীল নয়। সমাজ একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, কোনো ফলশ্রুতি নয়। মানবসমাজ পরিবর্তনশীল বলেই আদিম সমাজ থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় বর্তমানে আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে।

সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ তিনটি শর্তের কথা বলেন, যে শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে সমাজ পরিবর্তিত হয়। যেমন—1. মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশের পরিবর্তন, 2. মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন এবং 3. দৈহিক ও

Scanned with CamScanner

ভৌতিক পরিবর্তন। এই শর্ত তিনটির উপর নির্ভর করে যথাক্রমে প্রযুক্তির পরিবর্তন (Technological change), সংস্কৃতির পরিবর্তন (Cultural change) এবং জৈব-ভৌতিক পরিবর্তন (Bio-physical change) ঘটে।

সমাজ কোনো বস্তু নয়, সমাজ হল মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের এক বেড়াজাল। মানুষের আন্তঃমানবিক সম্পর্কের মধ্যে যে গতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়, তাই সামাজিক পরিবর্তন আনে। ***Von Weise***-র মতে—Society is a process, not a product। সমাজ একটি নিরপেক্ষ, প্রভাববাহী, চলমান ধারা। সমাজের প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়। মানুষ সমাজস্থ স্বার্থনিষ্ঠ একটি সজীব অস্তিত্ব, সমাজ ছাড়া মানুষ পরিচয়হীন জীব, আবার মানুষকে অস্বীকার করলে সমাজ একটি অর্থহীন, যোগসূত্রহীন, অক্ষর সমষ্টি মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"You cannot step into the same river twice" (Heraclitus, On the Universe)। **শ্রীঅরবিন্দের** মতে—"সময় এবং সমাজের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে, প্রতি রাতের শেষে, প্রতিটি নতুন ঊষায়, প্রতিটি বিগত দিনের মৃত্যু ও নবাগত দিনের জন্ম হয়।"

Giddens বলেন—In case of human societies, to decide how far and in what ways a system is in a process of change we have to show to what degree there is any modification of the basic institutions during specific period.

বর্তমান সমাজ হাজার হাজার বছর আগের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তিত রূপ। কালের গতিতে ও বিবর্তনের ধারায় সমাজের বহিরঙ্গে এবং অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই পরিবর্তন অব্যাহত থাকবে।

A.1.2. সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ (Types of Process of Social Change)

সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—1. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection), 2. সামাজিক নির্বাচন (Social Selection) এবং 3. উদ্দেশ্যমূলক নির্বাচন (Telic Selection)।

1. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)

প্রাকৃতিক নির্বাচন ডারউইনের প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি থেকে এসেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অর্থ হল, প্রাকৃতিক শক্তি নির্দিষ্ট করে জীবকুলের মধ্যে কাদের অস্তিত্ব থাকবে। এটি সামাজিক দিক থেকেও সক্রিয় হয়। ভূ-পৃষ্ঠ কখনও নিশ্চল থাকে না। ধীরগতিতে ভৌগোলিক পরিবর্তন হয়। ঋতু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ভূপৃষ্ঠ। তৈরি হচ্ছে জনবসতি, সমাজ এবং সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদি। এইভাবে প্রাকৃতিক কারণ সমাজ পরিবর্তনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

Scanned with CamScanner

2. সামাজিক নির্বাচন (Social Selection)

ম্যাকাইভার এবং *পেজ* সমাজ প্রগতি এবং সমাজ পরিবর্তনে সমাজকে নির্বাচনের কথা বলেন। সামাজিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক আচরণ নির্দিষ্ট করে যা সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ প্রগতি ঘটাতে সাহায্য করে। সমাজের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, নান্দনিক এবং বৌদ্ধিক বিষয়, লোকশিল্প, লোকসংগীত, লোককথা প্রভৃতি হল সামাজিক নির্বাচনের উপাদানসমূহ।

3. মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তন (Telic Selection)

মানুষ বাহ্যিক শক্তিগুলির প্রতি নিষ্ক্রিয় থাকে না। সে সচেতন এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করে, প্রয়োজনমতো তাদের কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার উন্নতি করে। সে তার চতুর্পার্শ্বস্থ পরিবেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে। তথ্য ও নীতিগুলিকে আবিষ্কার করে। যন্ত্র এবং নতুন কৌশল আবিষ্কার করে। ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সবশেষে পরিবেশগত অবস্থা এবং প্রাকৃতিক শক্তির পরিবর্তন সাধন করে এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে উন্নত করার চেষ্টা করে। পরিবর্তন ও প্রগতির জন্য সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিক্রিয়াকেই টেলিক নির্বাচন বলে।

Telic শব্দটি Telesis থেকে উদ্ভূত যার অর্থ হল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যভিত্তিক। সুতরাং টেলিক নির্বাচন হল সচেতন এবং উদ্দেশ্যানুযায়ী উপায় নির্দিষ্টকরণ। যার চূড়ান্ত টেলিক নির্বাচনের উদাহরণ হল সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, দল ও অ্যাসোসিয়েশান গঠন করা, সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করা, সরকারি নীতি গ্রহণ করা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদি।

সমাজ পরিবর্তনের উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আরও কিছু গৌণ কারণ আছে। যেমন— (a) চক্রাকার, (b) মনস্তাত্ত্বিক এবং (c) অর্থনৈতিক।

(a) চক্রাকার: এই মতানুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন চক্রাকারে ঘটে। সমাজের ঘটনাসমূহের চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি ঘটে। পরিবর্তনের এই ধারা লক্ষ করা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন—রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক।

(b) মনস্তাত্ত্বিক: সামাজিক ঘটনাবলি ব্যক্তির মানসিক আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। সমাজ হল ব্যক্তিসকলের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কের ফল। মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, অনুকরণপ্রিয়তা, রুচিবোধের পরিবর্তন ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ।

(c) অর্থনৈতিক: আর্থিক ব্যবস্থা সমাজব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপব্যবস্থা। তাই সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন।

Scanned with CamScanner

A.1.3. সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহ (Components of Social Change)

1. শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture)

দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পপ্রধান সমাজজীবন কর্মব্যস্ততায় এবং প্রতিযোগিতায় ভরা। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ছাত্রছাত্রীকে সেইজন্য অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পরিণত প্রাপ্তবয়স্কদের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়—প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার আশায়। সামান্য অসাফল্যে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সমাজজীবন এড়িয়ে চলে অথবা অসামাজিক আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একাংশ সমাজব্যবস্থায় মূর্তিমান সমস্যা হয়ে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদের সংখ্যা নগণ্য হলেও, এরা সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এতৎসত্ত্বেও, পরিবর্তনশীল সমাজজীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রচলিত সংস্কৃতি, জনজীবনের মূল্যমান অনেক ক্ষেত্রে উন্নীত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিগত এক দশকের পরিসংখ্যা অনুযায়ী—

(a) সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে;
(b) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
(c) সামাজিক শ্রেণিনির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের যে-কোনো বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ এবং অনুশীলনের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে;
(d) শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া এবং অবসর বিনোদনের সুযোগসুবিধাগুলি প্রসারণের খাতে সরকারি অনুদানের মাত্রা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
(e) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের আচরণে 'যুগের প্রভাব' নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট হয়েছে—যা ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও বিস্ময়কর আবার (পূর্ব প্রজন্মের মূল্যায়নে) কোথাও নিন্দনীয়।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদবকায়দা, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষকদের আচরণ এবং শিক্ষার্থীদের আধুনিকীকরণের বিষয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

নদীমাতৃক কৃষিপ্রধান ভারতের সমাজব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের সঙ্গে বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজজীবনের আদর্শ এবং শিল্পায়িত ও প্রযুক্তিনির্ভর সাংস্কৃতিক আচরণের পার্থক্য আছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বাধীন ভারতের প্রথম দুজন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এবং ডক্টর শ্রীমালী বুনিয়াদি শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির সারবস্তুগুলি সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরীদের পরিকল্পনা-গুলিতে ওই উদ্যোগ ক্রমে ক্রমে সমর্থন হারিয়েছিল। ফলে, জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পগুলিতে, বিশেষত 'প্রাথমিক শিক্ষা' পর্যায়ে, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে শিক্ষার্থীদের ভাবনাচিন্তায় সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছিল। ফলে, প্রজন্ম পরম্পরায় সমাজ

Scanned with CamScanner

চিন্তা এবং সংস্কৃতির অনুগমনের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। অধিকন্তু, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রায় মিশ্র সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রাধান্য লাভ করেছে।

সুতরাং, সামাজিকীকরণের পর্ব থেকেই বিষয়টির উপর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশে প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষ বিভিন্ন পারিবারিক সামাজিকতা এবং সংস্কৃতির সমাবেশ ও মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

প্রাক্-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, শিক্ষার্থীদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি একটি পরিকল্পনা (ইউনিসেফের পৃষ্ঠপোষকতায়) গ্রহণ করেছে।

2. শিক্ষা এবং গণতন্ত্র (Education and Democracy)

আব্রাহাম লিঙ্কন-এর সংজ্ঞায়, গণতন্ত্র বলতে একটি সমাজপ্রেমী, জনকল্যাণনিষ্ঠ রাষ্ট্রের আদর্শ এবং প্রশাসন পদ্ধতিকে বোঝায়। এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে—"জনগণ গঠন করবে, জনগণের স্বার্থে এবং জনগণের কল্যাণে।" এই সংজ্ঞায়, জনগণকে শিক্ষিত, দায়িত্ববান, রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ ধরে নেওয়া হয়েছে। ভারতের জনগণের চিন্তায় ও আচরণে ওই বাস্তব অবস্থা গড়ে উঠতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম অতিবাহিত হবে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী **বোটোমর (*Thomas Bottomore*)**-এর মতে, যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকার তখনই গড়া সম্ভব হবে যখন সমাজের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক নীতি, দক্ষতা, আচরণ এবং সহমত প্রকাশে সক্ষম হবে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজজীবন এবং প্রশাসন ব্যবস্থায় দেশের প্রতিটি নাগরিক উক্ত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত রাজনীতি, শ্রমনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদিতে অংশগ্রহণে শিক্ষিত ও পারদর্শী হবে। ওই আদর্শগত গোত্র-বর্ণ-শ্রেণি-বৈষম্যহীন, আদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ সমাজজীবন প্রথম আধুনিক বিশ্বে ছিল না এবং বর্তমান তৃতীয় বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা, সন্দেহ। উক্ত গণতান্ত্রিক আদর্শের যাত্রাপথে এবং ইষ্টলাভের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে, স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক সংবিধানের ভিত্তিতে, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করা হল—

- সমাজস্থ শিশুদের বিনা খরচে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে।
- স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উচ্চশিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশের প্রত্যেকটি বড়ো শহরে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।
- অভিভাবকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশগ্রহণের নীতি প্রযুক্ত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

- প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।
- জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছে।
- শ্রেণিবিবর্তনের প্রভাবে জাত এবং শ্রেণিবিদ্বেষের মাত্রা লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ছাত্রছাত্রীদের বয়স বিবেচনায় খেলাধুলা, অবসর বিনোদন, ললিতকলা চর্চার সুযোগ অনেক সহজলভ্য এবং চিত্তাকর্ষী করা হয়েছে।
- অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের কারাবাসের সময়ে শিক্ষালাভ ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বয়স্ক শিক্ষা এবং স্বনির্ভর আর্থিক উপার্জনের প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে।
- কোনো ধর্ম বা কোনো শ্রেণির বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য না-করার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

- বিধানসভায় এবং লোকসভায় জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনে (নির্বাচিত) মহিলাদের অনুপাত লক্ষণীয় মাত্রায়, জাতিধর্মনির্বিশেষে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিজ্ঞানমনস্ক স্ত্রী-পুরুষের হার, জনবসতির আঞ্চলিক পরিবেশ নির্বিশেষে ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে।

3. সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা (Education as a Vehicle for Social Change)

শিক্ষার প্রসার ব্যতীত দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করার কোনো বিকল্প প্রক্রিয়া যেমন নেই তেমনই শিক্ষিত জনসাধারণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি যথার্থ পদক্ষেপ সমাজব্যবস্থা এবং সমাজজীবনে পরিবর্তন ও প্রগতি পরিস্ফুট করে থাকে।

'কাল'-এর গতি নিরবচ্ছিন্ন এবং 'জগৎ গতিশীল'। উক্ত গতিশীলতা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরিধিতে—জগৎ, সমাজ এবং সভ্যতার পটভূমিকায় আমরা 'কী ছিলাম', 'কী হয়েছি' এবং 'কী হব'। আমাদের লক্ষ্য প্রচ্ছন্ন থাকে ভবিষ্যতের পরিণতিতে। বর্তমানের ধৈর্য এবং নিষ্ঠার দ্বারা ভবিষ্যতের পরিণতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কীভাবে করা যায় তা জানার একমাত্র উপায় শিক্ষাগ্রহণ। অতীতের সংস্কৃতির মধ্যে বর্তমানের শিক্ষার বীজ সংরক্ষিত থাকে এবং ভাবীকালে তার অস্তিত্ব আমরা শ্রদ্ধা করি 'ঐতিহ্য' শিরোনামায়। সংক্ষেপে বলা যায়, শিখন পদ্ধতিকে সচল ও সজীব রাখার জন্য অতীতের ইতিহাস আমাদের স্মরণীয়। সমাজের পরিবর্তন নিঃসন্দেহে একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণতি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানসিকতা দ্বিতীয় বিশ্বের আদর্শে গঠিত। সেই মানসিকতার শিক্ষাদীক্ষার একমাত্র লক্ষ্য শ্রেণিবৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, অর্থকষ্টহীন সমাজ গঠন। এই সমাজব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকলের অবাধ গতি এবং যোগ্য ব্যক্তির উচ্চশিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক গবেষণার দায়দায়িত্ব প্রশাসনের।

অধ্যাপক দুবে তাঁর 'ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের চাহিদা' গ্রন্থে আধুনিক সমাজের রূপায়ণ প্রসঙ্গে সমাজচরিত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন—

(a) নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি; (b) সঞ্চালনশীলতা; (c) সক্রিয় সহযোগিতা (উচ্চ হারে); (d) জনস্বার্থ সংরক্ষণ; (e) প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (লক্ষ্য আধুনিক সমাজের রূপায়ণ); (f) অভীষ্ট সাধনের মানসিকতা; (g) বাস্তব যুক্তিভিত্তিক পরিকল্পনা এবং হিসাব; (h) সম্পদ, কর্ম, সঞ্চয় এবং ঝুঁকি নেওয়া সম্পর্কে আধুনিক মনোভাব; (i) যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলির উপর আস্থা রাখা; (j) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলাপরায়ণতা; এবং (k) তাৎক্ষণিক প্রত্যাশালাভের প্রলোভনের উর্ধ্বে ভাবী পরিণতির গুরুত্ব বিবেচনা।

সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ধারা একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিবাহী পরিযন্ত্র, যেখানে সমাজের আদর্শ শিক্ষার পরিণতিকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রবাহ জাতীয়

Scanned with CamScanner

ঐতিহ্যকে পরিবর্তনের পরিবেশে সংরক্ষণ করে। জাতীয় স্তরে পরিবর্তন আনয়নের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়), শিক্ষা-যন্ত্রের ভূমিকা অনন্য এবং বিকল্পহীন (শিক্ষা কমিশন, 1964-66)।

অধ্যাপক রুহেলা এবং **অধ্যাপক ভ্যাস**-এর মতে, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমাজের পরিবর্তনের কাছে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযুক্ততা অর্জন করে এবং অন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ততা অর্জনে সাহায্য করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনায় সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়—ঠিক পথে এবং উদ্দেশ্যে। শিক্ষাই সমাজসংস্কারক সৃষ্টি করে এবং চিন্তানায়কদের অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষাই সমাজের বাঞ্ছনীয় পরিবর্তনগুলির ধ্যানধারণার প্রধান নিয়ন্ত্রক।

অধ্যাপক হেন্ডারসন-এর মতে, "মানুষের মধ্যে সীমাহীন সৃজনীশক্তি এবং সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত অবস্থায় আছে। মানুষ নিজের কল্যাণে এবং সকল মানুষের কল্যাণে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার এবং সম্ভাবনাগুলির বাস্তব রূপ দিতে পারে—পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই স্বাধীনতার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে। কামিনী রায় লিখেছেন, "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

এই প্রসঙ্গে **অধ্যাপক হুচিনস্** মনে করেন, আর্থিক সচ্ছলতা এবং স্বনির্ভরতার সঙ্গে সুশিক্ষিত 'জনপ্রতিনিধি' নির্বাচক জনগণ ব্যতীত গণতন্ত্রের সাফল্য আশা করা যায় না। সামাজিক দায়বদ্ধতাশীল জনগণ কখনোই পরমুখাপেক্ষী হয় না—তারা সহাবস্থানে বিশ্বাসী।

গান্ধিজি বলেছেন—"It holds that democracy cannot be evolved by forcible methods. The spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come from within."

গান্ধিজি বিশ্বাস করতেন যে, 'স্বরাজ' বা ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় জীবন শিক্ষিত জনগণই সফল করতে পারে—যারা প্রশাসকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সংযম ও ধৈর্যসহ জনগণের সেবা করার পথ দেখাতে পারবে।

Scanned with CamScanner

A.1.5. সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে শিক্ষা (Education as a Cause of Social Change)

- শিক্ষার দ্বারা রচিত উপযুক্ত ভিত্তি ও পটভূমি ছাড়া সামাজিক কাঠামোর কোনোরূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে সমাজ-সচেতন করে এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলে।
- সমাজ-সংগঠনের যে-কোনো পরিবর্তনের ভিত্তিই হল মানবমনে বর্তমান সমাজ পরিস্থিতি সম্পর্কে অসন্তোষ বা অতৃপ্তি ও তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা। একমাত্র শিক্ষাই পারে মানবমনে এই অসন্তোষ সৃষ্টি করতে। বহির্বিশ্বে যে পরিবর্তনই হোক না কেন, মানবমনে তার উপলব্ধি নিয়ে আসার জন্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেই মানুষ সমাজ পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়।
- শিক্ষা হল সামাজিক পরিবর্তনের অপরিহার্য কারণ এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। **ডুর্কহেইম**-এর মতে, শিক্ষা হল নবীন প্রজন্মের সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণ হল আত্মসক্রিয়তা ও অভিযোজনের এক প্রক্রিয়া—এই প্রক্রিয়ার অর্থ হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, সমৃদ্ধিকরণ ও সঞ্চালন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও জীবনদর্শনের পরিবর্তন হয়, যার সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। বস্তুতপক্ষে, শিক্ষা আজ হয়ে উঠেছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, আর্থিক সমৃদ্ধি ও সঠিক রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মৌলিক হাতিয়ার।
- শিক্ষা হল সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি—Education is the driving force of social change। শিক্ষাই পারে মানুষের আচার-আচরণ, পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক এবং জীবনধারার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করতে। আর তা

Scanned with CamScanner

সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হল সমাজের ব্যক্তিবর্গের আচরণে, মূল্যবোধে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন যা শিক্ষা-নির্ভর। আসলে শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার প্রধান কাজ হল ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন সাধন ও পরিবেশের সঙ্গে তাকে অভিযোজন সহায়তা করা।

- বর্তমানের চাহিদা অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সংগতি রেখে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যার আত্তীকরণে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। তাই শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের কারণ।
- সাধারণ অর্থে পরিবর্তন দু-ধরনের হতে পারে—
  - **পরিকল্পিত পরিবর্তন (Planned Social Change):** প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব বিকাশ সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিক গঠন ও সামাজিক কাঠামোর বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিসেবা ও দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব অপরিসীম। অর্থাৎ মানুষের জীবনদর্শনই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

    জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অগ্রগতির সঙ্গে অভিযোজনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পিতভাবে সমাজে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছে। যেমন—স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রয়াস অব্যাহত। শিক্ষার হাত ধরেই সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন দ্রুত ঘটে না। তাই শিক্ষা তার পুরোনো ও বহুকাল ধরে প্রচলিত গণ্ডি ছেড়ে পরিবর্তিত রূপে ও সময়ের উপযোগী রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।
  - **অপরিকল্পিত বা স্বাভাবিক পরিবর্তন (Unplanned Social Change):** ব্যক্তিমানুষ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের আচরণধারার পরিবর্তন সাধন করে—যা ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে সমাজের মধ্যে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের পরিবর্তন অপরিকল্পিত। ব্যক্তিমানুষের অভিযোজন প্রক্রিয়ার এরূপ পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটে।

    তবে পরিকল্পিত পরিবর্তনের হার স্বাভাবিক পরিবর্তনের চেয়ে অনেক দ্রুত ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

A.1.6. সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education as a Vehicle of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম রূপে শিক্ষার ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

- গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা হল পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের সংরক্ষণ ও সঞ্চালন। এ ব্যবস্থায় শিক্ষা হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন বা নতুনত্বের স্থান নগণ্য। বর্তমান যুগে জ্ঞানের বিস্ফোরণ শিক্ষা-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নিত্যনতুন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও জ্ঞানরাশি শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। তাই সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ধারায় শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়।

- সমাজজীবনের সকল দিকের পরিবর্তনে শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম। **ব্রাউন** বলেন—"Education is a process which brings about change in the behaviour of society." বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে সমাজে এসেছে শিল্পবিপ্লব, সবুজ বিপ্লব, নগরায়ণ, বিশ্বায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন। এসবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উপযুক্ত দক্ষ নেতা ও কর্মী একান্ত আবশ্যক। শিক্ষাই পারে এই প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে। আধুনিক শিল্পসংস্থা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থাগুলির জন্য দক্ষকর্মী, বিশেষজ্ঞ ও নেতা গড়ে তোলা বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য।
- শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, স্পর্শকাতরতা থেকে মুক্ত, পরিশ্রমী ও সক্রিয় সামাজিক মানুষে পরিণত করে তোলে শিক্ষা। সমাজ পরিবর্তনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। বলা বাহুল্য, আধুনিক শিক্ষা মানুষের মনোভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়তা করে। আর এই পরিবর্তিত মনোভঙ্গি সমাজের রীতিবিধি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকবোধে আনে পরিবর্তন। মানুষের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে অস্পৃশ্যতার পাপাচার থেকে ভারতীয় সমাজ মুক্তিলাভ করেছে। জন্মনিরোধের ব্যাপারে আগেকার আপোষহীন বিরুদ্ধ মনোভাব অন্তর্হিত। একমাত্র শিক্ষাই পারে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে।
- কেবলমাত্র শিক্ষাই পারে দীর্ঘদিনের প্রচলিত কুসংস্কারকে সমূলে বিনষ্ট করতে। শিক্ষা মানুষকে শিখিয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মেই শীত-গ্রীষ্ম, দিন-রাত্রি ঝড়-বৃষ্টি, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই দেবদেবীকে তুষ্ট করার বদলে আধুনিক মানুষ প্রকৃতির নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করছে। আত্মরক্ষার কৌশল করায়ত্ত করেছে। আজকের মানুষ মহামারি হলে ঠাকুরের কাছে ধর্না দেবার পরিবর্তে তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করছে। এভাবেই শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মনোভাব ও বিশ্বাসে পরিবর্তন হয়, যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

মানুষ বুঝতে শেখে যে, অন্য মত ও পথের প্রতি অসহিষ্ণুতা জাতীয় সংহতির পথে বিঘ্নস্বরূপ।

- একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা, পশ্চাদ্‌পদতা ইত্যাদি শিকড়শুদ্ধ উপরে ফেলা যায়। যে-কোনো পরিবর্তনের পক্ষে এগুলি বাধাস্বরূপ। শিক্ষার মাধ্যমে এদের অপসারণ করে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব।
- শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক উদ্‌যোজন (Social Mobilization) ঘটে, যা সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সাহায্য করে। সামাজিক উদ্‌যোজন প্রক্রিয়ায়, কয়েকজন ব্যক্তি গতানুগতিক সমাজের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের তীব্র সমালোচনা করেন ও পরিবর্তন দাবি করেন। এই ব্যক্তিদের নেতা বলা হয়। ক্রমশ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নেতাদের দাবির সপক্ষে সহমত প্রকাশ করেন ও তাকে কেন্দ্র করে একটি সামাজিক মতাদর্শ গড়ে ওঠে। এইভাবে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সামাজিক উদ্‌যোজনের প্রক্রিয়া যখন চরমে পৌঁছায়, তখনই সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে বলা যায়। তাই নেতৃত্বের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম শর্ত।

শিক্ষাই ব্যক্তির মধ্যে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তন ও সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আর শিক্ষা সমাজস্থ নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করতে পারে।

Scanned with CamScanner

A.1.7. শিক্ষায় সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব
(Impact of Social Change in Education)

শিক্ষার মাধ্যমেই শুধু সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তা নয়—সামাজিক পরিবর্তনও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা যেমন সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর অন্যতম প্রধান মাধ্যম, তেমনি শিক্ষা নিজেও সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

- ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব বা ফরাসি বিপ্লব বা রাশিয়া-চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল যার প্রভাবে সেই সময়কার শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।
- ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় সমাজের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের (চিন্তায় ও ব্যবস্থাপনায়) সঙ্গে সংগতি রেখে দেশের শিক্ষার সকল স্তরে লক্ষ্য, পাঠক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদির নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতের অতীত ঐতিহ্য, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সমাজের প্রেক্ষিতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- স্বাধীন ভারতের শিক্ষা যাতে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রয়োজনভিত্তিক সমন্বিত জাতিগঠনে শিক্ষা নিজ ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনে (1948) বলা হয়েছে—"Education is both a training of minds, training of souls...it should give both knowledge and wisdom." অর্থাৎ শিক্ষা মন ও আত্মা উভয়ের প্রশিক্ষণ দেবে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনে শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে গণতান্ত্রিক সমাজদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কমিশনে ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সহ জাতীয় সংহতির কথাও ঘোষণা করা হয়। আর এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকেই সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজের রূপান্তর, পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার ভূমিকা তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে।
- সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (1964-66) সুপারিশ অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষাকে মানুষের জীবন-জীবিকার চাহিদা পূরণের জন্য নবরূপে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পাঠক্রমকে জাতীয় উৎপাদন, সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয় সংহতি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনের লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বিদ্যার্থীর চরিত্র গঠনের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner

- চরম দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্ব, সামাজিক ও জাতীয় অনৈক্য, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদির প্রসার লক্ষ করেই জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। National Adult Education Programme (1978) ভারতীয় সমাজকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। UNESCO-র সহযোগিতায় রাজ্যগুলিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজই তার প্রয়োজনে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য সমাজই বিধিবদ্ধ ও দুরশিক্ষা এবং মুক্তশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং পরিচালনা করছে। সমাজ তার প্রয়োজনমতো শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় সমাজ প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে 'সর্বশিক্ষা মিশন'-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়াস নিয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রনায়কদের মানসিকতা পরিবর্তনের ফলে।

সামাজিক অগ্রগতির জন্যই সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, বয়স্ক শিক্ষা, নারীশিক্ষা প্রকল্প, কারিগরি ও শিল্পশিক্ষার বিস্তার, ব্যাহতের জন্য শিক্ষা, মেধাবী বিদ্যার্থীদের জন্য নবোদয় প্রকল্প ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া সমাজস্থ পিছড়েবর্গদের শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা চলছে।

সর্বশেষে এ কথা বলা যায় যে, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক সরাসরি নয়, শিক্ষা কখনোই প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় না। শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়, যা সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। আবার সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে চাহিদার সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। শিক্ষা, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে এই সম্পর্ককে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

উপসংহার

প্রাক্-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, নদীমাতৃক ও কৃষিনির্ভর গতানুগতিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতবাসী প্রধানত দৈবনির্ভর, সংস্কারবিমুখ ও অলৌকিক শক্তির পূজারী ছিল। তখনকার অধ্যাত্মবিদ্যা অর্জনের পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য ছিল না, নতুনের আহ্বান ছিল না, ছিল না জ্ঞানের সম্প্রসারণ। সমাজতাত্ত্বিক **মাথুর** ***(Mathur)*** বলেন—"Whatever education was provided, that was for the promotion of traditionalism, orthodoxy and superstitions. The society becomes static and the social order degenerative."

ভারতবর্ষে নবজাগরণের ঢেউ যখন আছড়ে পড়ে, তখন থেকেই ভারতবাসীর মনে এক নতুন চেতনার উন্মেষ হয়। সেইক্ষণে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি, বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ ভারতীয় সমাজের সংস্কারের পথ

Scanned with CamScanner

Acknowledgement

I do hereby acknowledge that, the above mentioned study material is a part of the chapters, 'Social Groups' and 'Social Change' of the book 'Educational Sociology'. The concerned book is authored by Dr. Mihir Kumar Chattopadhyay, Dr. Abhijit Kumar Pal and Shri. Pranay Pandey and the above said portions I have used for the sake of the students academic purpose.

Biswajita Mohanty
Assistant Professor
Department of Education
Dinabandhu Mahavidyalaya

Scanned with CamScanner